পরমাত্মারূপে, যাদবগণের নিকটে পরমারাধ্য নিজ অভীষ্টদেবরূপে। এইপ্রকারে সেই সভায় যার যেমন ভাব, তেমনই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইয়াছিলেন। আরও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের ইচ্ছার অনুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সে বিষয়ে ১০।১৪।২ "স্বেচ্ছাময়স্য" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ভক্তের ভগবানকে যেমন যেমনভাবে আস্বাদন করিবার অভিলাষ হয়, তিনি তেমন তেমনভাবে ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কখনও ভক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেন না। যদ্যপি তিনি স্বয়ং ভগবান বলিয়া পরম স্বতন্ত্র, তথাপি নিজ ভক্তের ইচ্ছার উপরে কোনপ্রকার স্বাধীনতা প্রকাশ করেন না। এই সকল প্রমাণে ভক্ত কর্ত্তৃক ভোজন, পান, স্বপন ও বীজনাদি লক্ষণ লালন-প্রাপ্তি ইচ্ছাও ভগবানের অকৃত্রিমভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীগোকুল-বাসীদের সম্বন্ধে এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণের থাকিতেই পারে। সাধারণ ভক্তি থাকিলেই শ্রীভগবান ভক্তদত্ত বস্তু আদরে আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাহা শ্রীভগবদ্ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমভাবেই উচ্চ ঘোষণা করিতেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

এই শ্লোকটি যেমন শ্রীভগবৎ গীতাতে আছে, তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৮।২ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। দুই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, সখা, শ্রোতা।" ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে ভক্তিভাবে সংগ্রহ করিয়া যে জন আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল সমর্পণ করে, আমি সেই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ভক্তের দত্তপত্রাদিও ভোজন করিয়া থাকি" শ্রীশুকদেব গোস্বামীও এই ভাবটি প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রশংসা করিয়াছেন ও ১০।১৫।১৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন - শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পল্লবশয্যায় শয়ন করিলে কোনও কোনও মহাত্মাসখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়াছিলেন। পরম সৌভাগ্যবান কোনও কোনও সখা কুসুমযুক্ত বৃক্ষশাখা দ্বারা তাঁহার বীজন করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীশুকমুনিরও যে ঐ প্রকার সেবা লাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্যহানি ঘটে না। কারণ যখন তিনি ভক্তাধীন হইয়া নিজের ভগবত্তা বিস্মৃত হয়েন, তখন তাঁহার অন্যত্র পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্বসমর্থ শ্রীভগবানের ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্বভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যেমন যখনই শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদা কর্ত্তৃক রজ্জুতে আবদ্ধ, তখনই তিনি যমলার্জ্জুনকে মোক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতাকেই শ্রীশুকমুনি বন্দনা করিয়াছেন। এবং